ঝিনাইদহে হোটেল শ্রমিক যুবতীর লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহ শহরের পাগলাকানাই এলাকার সাদাতিয়া সড়কের একটি ভাড়া বাসা থেকে খুশি খাতুন (১৯) নামের এক হোটেল কর্মচারী যুবতীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৩ মে) সকালে তালাবদ্ধ ঘর থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত খুশি খাতুন সাতক্ষীরার আশাশুনি উপজেলার বাসিন্দা। সে পাগলাকানাই মোড়ের আন্তরিক হোটেল (সাবুর হোটেল নামে পরিচিত)’এ কাজ করতেন।

ভাড়া বাসার মালিক বেবি খাতুন জানান, গত ১ সপ্তাহ আগে এই বাসা ভাড়া নেন খুশি খাতুন। সোহাগ হোসেন নামের রিক্সা চালক তার স্বামী বলে দাবী করেন খুশি। মঙ্গলবার রাত ১০ টার দিকে হোটেল থেকে কাজ শেষে স্বামীর সাথে বাসায় আসে। সকালে অনেক বেলা হলেও খুশি বের না হলে প্রতিবেশীরা ঘরে গিয়ে দেখতে পান বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগানো আর পেছনের দরজা খোলা।

তারা দরজা খুলে দেখতে পায় খুশির লাশ বিছানায় পড়ে আছে। পরে পুলিশে খবর দিয়ে তারা লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। গলায় ওড়না পেচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে স্বামী পালিয়ে যায় বলে ধারনা করছে পুলিশ ও স্থানীয়রা।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আসাদউজ্জামান বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদেন্তর জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যার সাথে জড়িতদের শনাক্ত করে দ্রুতই আইনের আওতায় আনা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় ভাড়া বাসা থেকে যুবতীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার শেখ পাড়া থেকে যুবতীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মুমতাহেনা অহনা (২২) নামের ওই তরুণী

চুয়াডাঙ্গা শেখ পাড়াতে একটি ভাড়া বাসায় থাকতেন।

এলাকায় জানাজানি ও চাঞ্চল্য সৃস্টি হলে বুধবার সাড়ে ৩টার দিকে খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধারের কাজ শুরু করে। ভাড়া বাড়িতে একায় থাকতেন তিনি।

নিহত মুমতাহেনা অহনা গোপালগঞ্জ জেলা সদরের বাসিন্দা। তিনি চুয়াডাঙ্গা সমবায় নিউ মার্কেট এলাকায় অবস্থিত ‘রংধনু গিফট গার্ডেন’এ ব্র্যান্ড প্রমোটার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) মিজানুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছেছে এবং মরদেহ উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনে তদন্ত শুরু হয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

রংধনু গিফট গার্ডেনের স্বত্বাধিকারী মিজানুর রহমান জুয়েল বলেন, মুমতাহা অহনা টেকমো এন্টারপ্রাইজ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের অধিনে চাকরি করছেন।

আমার দোকানের ব্র্যান্ড প্রোমোটার ছিলেন। আজ সকালে দোকানে না আসায় মোবাইলফোনে অসংখ্য কল করা হলেও কোন সাড়া পাইনি। দুপুরে জানতে পারি শেখপাড়াস্থ বাড়া বাড়ি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, প্রায় বছর খানেক যাবত আমার দোকানে কর্মরত ছিল। গত কয়েকদিন আগেই শেখপাড়ায় ভাড়া বাড়িতে উঠে। তিনি ডিভোর্সি ছিলেন। পারিবারিক কারণে হয়তো আত্মহত্যা করতে পারেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বাড়ির মালিক বলেন, এক শিশু ঝুলন্ত অবস্থায় দেখার পর আমাদেরকে জানায়। পরে আমরাও জানালা দিয়ে দেখি ঝুলন্ত অবস্থায়। পরে সদর থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার কাজ চালাই।